নদী পারাপারে ভরসা সাঁকো আর নৌকো

নেতাদের কথায় আর ভরসা পায় না দেওগাঁও

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

রাঙ্গালিবাজনা, ১৬ এপ্রিল ঃ কেউ কথা রাখেনি ! নির্মিত হয়নি সেতু। মুজনাই নদী পারাপারে আজও ফালাকাটা ব্লকের দেওগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দাদের ভরসা নৌকো আর সাঁকো। মাদারিহাট ও ফালাকাটা –দুই ব্লকের সীমানায় অবস্থিত উত্তর দেওগাঁওয়ের লকিয়তউল্লাহ হাটের কাছে মুজনাই নদীর ওপর পাকা সেতু ভেঙে যায় ১৯৯৩ সালে। এরপর পেরিয়ে গিয়েছে ২৫টি বছর। আজও মুজনাই নদী পারাপারে বর্ষাকালে ভরসা নৌকো। অন্য মরশুমে ভরসা সাঁকো। মুজনাই নদী পারাপার করতে দেওগাঁওয়ের সাধনের ঘাট ও গঙ্গা মণ্ডলের ঘাটেও ভরসা সাঁকো আর নৌকা। ফলে ভোটের প্রচারে সেতুর টোপে আর বিশ্বাস করেন না দেওগাঁওবাসী। উন্নয়নের প্রত্যাশায় নয়, ওরা ভোট দিতে যান অভ্যাসবশতই।

ফালাকাটার দেওগাঁও আর জটেশ্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমান্ত বরাবর বয়ে গিয়েছে মুজনাই নদী। দেওগাঁওয়ের উত্তর অংশ আর মাদারিহাটের রাঙ্গালিবাজনা গ্রাম পঞ্চায়েতকেও আলাদা করেছে মুজনাই নদী। কৃষিনির্ভর গ্রাম দেওগাঁওয়ের বাসিন্দারা কৃষিপণ্য কেনাবেচার জন্য নির্ভর করেন জটেশ্বর হাটের ওপর। উত্তর দেওগাঁওয়ের বাসিন্দারা নির্ভর করেন মাদারিহাট–বীরপাড়া ব্লকের রাঙ্গালিবাজনা গ্রাম পঞ্চায়েতের শিশুবাড়ি হাটের ওপর। স্বাস্থ্য পরিসেবার জন্য উত্তর দেওগাঁওয়ের বাসিন্দারা নির্ভর করেন মধ্য রাঙ্গালিবাজনা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ওপর। আবার শিশুবাড়ির বাসিন্দারা ফালাকাটা যাওয়ার জন্য নির্ভর করেন লকিয়তউল্লাহ হাটের রাস্তাটির ওপর। তবে সেতু না থাকায় সাইকেল, মোটরবাইক ছাড়া অন্য কোনো বাহন চলে না ওই রাস্তায়। সেতু না থাকায় কাজে আসছে না কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত পাকা রাস্তাটিও।

এলাকাবাসীর অভিযোগ, সেতু না থাকায় যোগাযোগ ব্যবস্থার দিক থেকে আজও আঁধারেই রয়ে গিয়েছে দেওগাঁও। ওই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা থেকে জটেশ্বর হাটে যাওয়ার তিনটি রাস্তার মধ্যে একটি রাস্তায় মুজনাই নদীর ওপর সেতু রয়েছে। অন্য রাস্তাগুলিতে ভরসা সাঁকো আর নৌকো।

অথচ ফালাকাটা বিধানসভা কেন্দ্র থেকে একাধিকবার মন্ত্রী হয়েছিলেন সিপিএমের যোগেশচন্দ্র বর্মন। দেওগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে প্রতিবারই ভোটে বিরাট ব্যবধানে লিড পেয়েছেন যোগেশ বর্মন। দেওগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সুশীল দাস সম্প্রতি তৃণমূলে নাম লেখালেও দেওগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতের বোর্ড আজও বামফ্রন্টের হাতেই রয়ে গিয়েছে। তবে দেওগাঁও থেকে হাজার হাজার ভোট পেলেও দেওগাঁওয়ের উন্নয়ন নিয়ে আদৌ গুরুত্ব দেননি যোগেশ, অভিযোগ এলাকাবাসীর। আবার জমানা পরিবর্তনের পর দেওগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দারা দলে দলে তৃণমূলে নাম লেখালেও গত সাত বছর ধরে তৃণমূলের বিধায়ক অনিল অধিকারীও দেওগাঁওয়ের উন্নয়নে নজর দেননি, অভিযোগ তাদের। ফলে সেতুর আশা আর করেন না দেওগাঁওবাসী।

দেওগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েত সূত্রেই জানা গিয়েছে, শুধুমাত্র উত্তর দেওগাঁওয়েই ছোটো–বড়ো মিলিয়ে প্রায় ২০টি সাঁকো রয়েছে। তবে বেশকিছু সাঁকোর জায়গায় ইতিমধ্যেই সেতু তৈরি করা হয়েছে, দাবি গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের। এছাড়া বটতলা সহ দেওগাঁওয়ের বেশকিছু জায়গায় প্রয়োজন মোতাবেক বেশ কয়েকটি বড়ো পাকা সেতু তৈরি করা হয়েছে। রাস্তাঘাটের মান আগের চেয়ে অনেক বেশি ভালো করা হয়েছে, দাবি গ্রাম পঞ্চায়েতের।

দেওগাঁও হাইস্কুলের সহপ্রধান শিক্ষক মনতোষ রায় শিশুবাড়ির বাসিন্দা। প্রতিদিন স্কুলে যেতে মোটরবাইক নিয়ে সাঁকো পার হতে হয় তাঁকে। তিনি বলেন, 'উত্তর দেওগাঁওয়ে সেতু নির্মাণ করা হলে ওই এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন হবে। সবচেয়ে বেশি লাভবান হবেন কৃষকরা।'

মাসখানেক আগে ফেসবুকে দেওগাঁওয়ের সাঁকোর ছবি দেখে অবশ্য খোঁজখবর নিয়েছেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। তিনি বিধায়ক অনিল অধিকারীর সঙ্গেও যোগাযোগ করেছেন। ফালাকাটার বিধায়ক অনিল অধিকারী বলেন, 'বঞ্চনার প্রশ্নই নেই। আমরা ওই সাঁকোগুলির জায়গায় সেতু তৈরির দাবি জানিয়েছি উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরে।' দেওগাঁওয়ে একাধিক সেতু নির্মাণ জরুরি বলে স্বীকার করেন তিনি।

ফালাকাটার প্রাক্তন বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী যোগেশ বর্মন বলেন, 'দেওগাঁওয়ের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি করতে বেশ কয়েকটি সেতু তৈরি করা দরকার।' কিন্তু আপনি একাধিকবার মন্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও দেওগাঁওয়ে সেতু নির্মাণ করতে পদক্ষেপ নিলেন না কেন ? জবাবে যোগেশবাবু বলেন, 'এখন এসব কথা বলে লাভ কী ! তবে পঞ্চায়েত নির্বাচনে যারাই জয়ী হোক না কেন, আমি দেওগাঁওয়ের সাঁকোগুলির জায়গায় সেতু নির্মাণের দাবিতে তাদের কাছে দরবার করব।'

উত্তর দেওগাঁওয়ের বাসিন্দা পেশায় শিক্ষক নিমাই দাস বলেন, 'রাজনীতির মারপ্যাঁচ বুঝি না। তবে দেওগাঁওয়ের বাসিন্দারা ডান–বাম উভয় জমানাতেই যে বঞ্চিত তার প্রমাণ মুজনাই নদীর সাঁকোগুলি।' তিনি বলেন, 'ভোট দেব না, এটা তো হয় না। ভোটদান করা আমাদের অধিকার। তবে যারা জিতবে তারা সেতু তৈরি করবে, এই কথায় আর বিশ্বাস হয় না। ভরসাটাই নষ্ট হয়ে গিয়েছে। অভ্যাসবশত ভোট দিই। এবারও ভোট দেব। তবে নেতাদের কাছে কিছু আশা করে আর দুঃখ পেতে চাই না।'

সেতু নেই। তাই কোথাও সাঁকো দিয়ে, আবার কোথাও নৌকো চেপে নদী পার। –সংবাদচিত্র

মন্ত্রীর এলাকায় দুর্নীতির অভিযোগ

কোচবিহার, ১৬ এপ্রিল ঃ কোচবিহার শহর লাগোয়া দুই গ্রাম পঞ্চায়েত গুড়িয়াহাটি–১ ও ২। উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষের নির্বাচনি এলাকার মধ্যে পড়ে এই দুটি পঞ্চায়েত। কিন্তু দুটি গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষমতায় রয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। কিন্তু খোদ মন্ত্রীর এলাকার পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে উন্নয়ন সহ একাধিক ইশ্যুতে অভিযোগ তুলেছে বিরোধী দলগুলি। তাদের অভিযোগ, এই দুই গ্রাম পঞ্চায়েতে গত পাঁচ বছরে কোনো কাজই হয়নি। এছাড়া রয়েছে দুর্নীতির অভিযোগ। বিরোধীদের হাত শক্ত করেছে বাসিন্দাদের ক্ষোভ। অনেক বাসিন্দাই জানিয়েছেন, শহরের কাছাকাছি হওয়া সত্ত্বেও গুড়িয়াহাটিতে অনেক সাধারণ পরিসেবাই মেলে না। যদিও বিরোধীদের এই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। তারা আসন্ন ভোটে উন্নয়নকে হাতিয়ার করেই এই দুই গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রচার চালাচ্ছে। গুড়িয়াহাটি–১ ও ২ গ্রাম পঞ্চায়েত মিলিয়ে জনসংখ্যা প্রায় তিরিশ হাজার। মাঝে গুড়িয়াহাটি–২ গ্রাম পঞ্চায়েতে তৃণমূল কংগ্রেস নিজেরা নিজেদের বিরুদ্ধেই অনাস্থা প্রস্তাব এনেছিল। যাতে মুখ পুড়েছিল শাসকদলের।

গুড়িয়াহাটি–১ গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দারা জানান, সাহেব কলোনি, ভারত কলোনি সহ বিভিন্ন এলাকায় নিকাশিনালা ও পানীয় জলের ব্যাপক সমস্যা রয়েছে। অল্প বৃষ্টিতেই বিভিন্ন জায়গায় জল জমে যায়। পিলখানায় রয়েছে নদীভাঙনের সমস্যা। পঞ্চায়েতকে বারবার বলেও লাভ হয়নি। প্রায় একই চিত্র গুড়িয়াহাটি–২ পঞ্চায়েত এলাকাতেও। ওই এলাকার বাসিন্দারা জানান, উত্তর সুভাষ কলোনি সহ বিভিন্ন এলাকায় নিকাশি ব্যবস্থার বেহাল দশা। গত ১০–১৫ বছরে নিকাশিনালাগুলি সংস্কার করা হয়নি। বর্ষায় জমা জলে সমস্যায় পড়তে হয় বাসিন্দাদের। এছাড়া যেখানে সেখানে পড়ে থাকে আবর্জনা। গুড়িয়াহাটি–১ এলাকায় সিপিএম নেতা শম্ভু চৌধুরি বলেন, উন্নয়নের নামে সরকারি টাকা নয়ছয় হয়েছে। সরকারি ঘর বণ্টন, একশো দিনের কাজ– সবকিছুতেই দুর্নীতি হয়েছে। গুড়িয়াহাটি–২ পঞ্চায়েতের সিপিএম নেতা অসিত সূত্রধর বলেন, উন্নয়ন কিছুই হয়নি। আধ ঘণ্টার বৃষ্টিতেই জল জমে যায়। উন্নয়ন নিয়ে ভোটের আগে প্রচার করে তৃণমূল কংগ্রেসের কোনো লাভ হবে না বলে দাবি করেন তিনি। তবে এই দাবি মানতে চাননি কোচবিহার জেলাপরিষদের জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ শুচিস্মিতা দেবশর্মা। তিনি বলেন, ওই দুই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় প্রচুর উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছে। শুধু গ্রাম পঞ্চায়েতের তহবিল থেকেই নয়, জেলাপরিষদ, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের টাকায় এই কাজ হয়েছে।

'গ্রামকে শহরে নিয়ে আসব' ধূপগুড়িতে বলছে বিজেপি

ধূপগুড়ি, ১৬ এপ্রিল ঃ পঞ্চায়েত ভোটের মুখে ধূপগুড়ি ব্লকের শহর লাগোয়া গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে পুরসভার অন্তর্ভুক্ত করার দাবি তুলছে বিজেপি। তাদের দাবি, গত পনেরো বছরে এই নিয়ে ভাবেনি সিপিএম বা তৃণমূল কোনো দলই। ফলে শহর লাগোয়া বারোঘড়িয়া, গাদং ১ নম্বর, সাঁকোয়াঝোরা ২ নম্বর এবং মাগুরমারি ১ নম্বর– এই চারটি গ্রাম পঞ্চায়েত অঞ্চলের বেশকিছু এলাকার বাসিন্দারা পুরসভার কাছাকাছি অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও পুর পরিসেবা থেকে বঞ্চিতই রয়ে গিয়েছেন। বিজেপির দাবি, ওই চারটি গ্রাম পঞ্চায়েতকে নিয়ে আসা হোক পুরসভার আওতায়। এই অঞ্চলগুলিতে বিজেপি বোর্ড তৈরি হলে এই বিষয়ে প্রশাসনিক পদক্ষেপ নেওয়া এবং প্রস্তাব পাঠানো হবে বলে জানিয়েছেন বিজেপি নেতারা। বিজেপির জেলাস্তরের নেতা কৃষ্ণদেব রায় বলেন, 'তৃণমূল শুধু জবরদখল করা আর টেন্ডার ও কাটমানি ছাড়া কিছুই বোঝে না। পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করেও তারা ক্রমাগত মানুষকে আক্রমণ করে চলেছে। ফলে এই শহরের আশেপাশে এমন কিছু জায়গা তাদের নজরে আসছে না যে জায়গাগুলিকে দ্রুত পুরসভার আওতায় এনে উন্নততর নাগরিক পরিসেবা প্রদান শুরু করা দরকার। আমরা পঞ্চায়েত নির্বাচনে ওই এলাকাগুলির ভোটারদের কাছে এই দাবি নিয়েই পৌঁছাব। এলাকার মানুষ আমাদের পক্ষে রায় দিলে আমরা সকলকে সঙ্গে নিয়ে দ্রুত এই এলাকাগুলিকে ধূপগুড়ি পুরসভার অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তুতি নেব। পুর এলাকা সংলগ্ন চারটি গ্রাম পঞ্চায়েতে এবারে বিজেপির বোর্ড তৈরি হতে চলেছে বলে আমাদের বিশ্বাস। এরপর এ ব্যাপারে আমরা আনুষ্ঠানিক প্রশাসনিক প্রস্তাবও পাঠাব।'

বিজেপি বলছে

তৃণমূল শুধু জবরদখল করা আর টেন্ডার ও কাটমানি ছাড়া কিছুই বোঝে না। পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করেও তারা ক্রমাগত মানুষকে আক্রমণ করে চলেছে। ফলে এই শহরের আশেপাশে এমন কিছু জায়গা তাদের নজরে আসছে না যে জায়গাগুলিকে দ্রুত পুরসভার আওতায় এনে উন্নততর নাগরিক পরিসেবা প্রদান শুরু করা দরকার। আমরা পঞ্চায়েত নির্বাচনে ওই এলাকাগুলির ভোটারদের কাছে এই দাবি নিয়েই পৌঁছাব।

বিজেপি নেতারা দাবি তুলেছেন, ৯ নম্বর ওয়ার্ড লাগোয়া বারোঘড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের কদমতলা এবং ১৫ ও ১৬ নম্বর ওয়ার্ড সংলগ্ন ভেমটিয়া এলাকাকে পুরসভায় আনা হোক। এছাড়া ১৪ ও ৩ নম্বর ওয়ার্ড লাগোয়া মাগুরমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিনয় সাহা মোড়, বামনিব্রিজ লাগোয়া এলাকাগুলিও পুরসভার আওতায় আনার দাবি তুলছে বিজেপি। এর পাশাপাশি ১ ও ২ নম্বর ওয়ার্ড লাগোয়া সাঁকোয়াঝোরা ২ নম্বর এবং গাদং ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের কয়েকটি বুথকেও পুর এলাকার অন্তর্ভুক্তির দাবি জানিয়ে প্রচার চালানো হচ্ছে। বিজেপি নেতাদের কাছ থেকে পাওয়া খবরে জানা গিয়েছে, এই এলাকাগুলি পুরসভা লাগোয়া হওয়ায় এখানকার বাসিন্দারা নিয়মিত পুর পরিসেবা পেতে আগ্রহী বলে মনে করেন স্থানীয় বিজেপি নেতারা। ফলে পঞ্চায়েত ভোটে এই এলাকাগুলিকে পুরসভার আওতায় আনার দাবি তুলে মানুষের সমর্থন আদায়ে তৎপর বিজেপি নেতা–কর্মীরা।

তৃণমূল বলছে

যে দল গোটা ব্লকের সব আসনে প্রার্থীই দিতে পারেনি তাদের থেকে মানুষ কিছু আশা করে বলে মনে হয় না। আসলে বিভেদের রাজনীতি ছাড়া বিজেপি কিছু শেখেনি।

এদিকে বিজেপি নেতাদের এই দাবি ধোপে টিকবে না বলেই মনে করে তৃণমূল কংগ্রেস। ওই চার গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বোর্ডই এখন তৃণমূলের দখলে রয়েছে। তৃণমূল নেতা রাজেশকুমার সিং এদিন বলেন, যে দল গোটা ব্লকের সব আসনে প্রার্থীই দিতে পারেনি তাদের থেকে মানুষ কিছু আশা করে বলে মনে হয় না। আসলে বিভেদের রাজনীতি ছাড়া বিজেপি কিছু শেখেনি। যে এলাকাগুলি শহরে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার যোগ্য বলে আজ বিজেপির মনে হচ্ছে তা আসলে গত সাত বছরে রাজ্য গড়ে তোলার কাজ চালাচ্ছে, তেমনই পাল্লা দিয়ে উন্নয়ন করে চলেছে গ্রামীণ এলাকারও। ফলে বিজেপির এই বিভেদকামী ভাবনা না ভাবলেও চলবে। রাজ্য সরকার মানুষের দাবি ও প্রয়োজন অনুযায়ী সময়মতো সঠিক সিদ্ধান্ত নেবে এ বিষয়ে। তবে শাসকদল সূত্রে খবর, মুখে দলের নেতারা যাই বলুন না কেন, ওই সব এলাকাগুলিকে পুর এলাকার অন্তর্ভুক্ত করে তোলার আশ্বাস জানিয়ে প্রচারে নামতে চলেছে তৃণমূলও। এই নিয়ে দলীয়স্তরে তৃণমূলও ভাবনাচিন্তা চালাচ্ছে বলে জানা গিয়েছে।

> সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে প্রচারে আমাদের বাড়তি গুরুত্ব থাকছে। এর আগেও আমরা সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করেছি। এতে খুব ভালো সাড়া মেলে।

দেয়াল নয়, 'ওয়াল'ই ভরসা দলগুলির

তপনকুমার বিশ্বাস

ইসলামপুর, ১৬ এপ্রিল ঃ একটা সময় ছিল রস আর রসদ–এই দুইয়েরই জোগান দিত ভোটের দেয়াল বা পাঁচিল।

চুনকাম করা ইটের দেয়ালে লেখা মুচমুচে নানা ছড়া মুখে চিলতে হাসি ফোটাত অনেকেরই। আবার এই ভোটের বাজারে দেয়াল লিখে দু–পয়সা বাড়তি রোজগারও করতেন কেউ কেউ। দিন বদলেছে। ইদানীং প্রচার আর শুধু দেয়াল নির্ভর নয়। রাজনৈতিক দলগুলি ভোটে দেয়ালের পাশাপাশি 'ওয়াল'কেও প্রচারের হাতিয়ার করে তুলেছে। এখন রাজনৈতিক দলগুলির নির্বাচনি প্রচারে অন্যতম হাতিয়ার সোশ্যাল মিডিয়ার 'ওয়াল'। মনোনয়ন জমা দেওয়ার পর থেকেই দলগুলি প্রচার শুরু করে দিয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ার পাশাপাশি চলছে দেয়াল লিখনও। এখন গ্রামগঞ্জে সর্বত্রই মোবাইল ফোনের নেটওয়ার্ক শক্তিশালী। হাতে হাতে অ্যানড্রয়েড ফোন ঘুরছে। তাই ভোটের প্রচারে সোশ্যাল মিডিয়ার দেয়ালকেই সব রাজনৈতিক দল বাড়তি গুরুত্ব দিচ্ছে। এতে যেমন উন্নয়নের ফিরিস্তি তুলে ধরা হচ্ছে, তেমনই কুৎসাও রটছে। বিভিন্ন পোস্টে পড়ছে দেদার লাইক, কমেন্ট। পছন্দের মনে হলে দলীয় কর্মীরা শেয়ার করে ট্যাগ করে অন্যদের দেখার সুযোগ করে দিচ্ছে। খোলা মাঠে জনসভা কিংবা পাড়ার মোড়ে পথসভায় চোঙ ফুঁকে বিরোধীদের আক্রমণ করার কায়দাতেই সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে ভোটারদের অডিয়ো মেসেজ পাঠিয়ে আক্রমণ শানানোর কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। যদিও এখনও পর্যন্ত ভোট প্রচারে সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারের ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন কোনো বিধিনিষেধ আরোপ করেনি।

উত্তর দিনাজপুর জেলা প্রশাসনের এক কর্তা বলেন, সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচার নিয়ে কমিশন থেকে আলাদা করে এখনও কোনো নির্দেশিকা আসেনি। তবে সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যক্তিগতভাবে কাউকে সরাসরি আক্রমণ করা হলে এবং এনিয়ে অভিযোগ এলে অবশ্যই ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

উত্তর দিনাজপুর জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক মোঃ মোস্তফা বলেন, আগে ভোটে আমরা সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করেছি। এবারও তা করা হবে। নিয়মের মধ্যে থেকেই প্রচার চলবে। আগের থেকে এখন অনেক বেশি মানুষ সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করছেন। সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে আমরা বার্তা পাঠাব।

তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক অসীম ঘোষ বলেন, জনসংযোগ বাড়াতে সোশ্যাল মিডিয়া বড়ো হাতিয়ার। আমরা এর মাধ্যমে ইতিমধ্যেই প্রচারে নেমেছি। সিপিএমের জেলা সম্পাদক অপূর্ব পাল বলেন, সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে প্রচারে আমাদের বাড়তি গুরুত্ব থাকছে। এর আগেও আমরা সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করেছি। এতে খুব ভালো সাড়া মেলে।

বিজেপির জেলা সভাপতি নির্মল দাম বলেন, মনোনয়ন জমা করার দিন থেকেই আমরা সোশ্যাল মিডিয়াকে ব্যবহার করছি। প্রতিদিনকার প্রচার, বিভিন্ন কর্মসূচি আপলোড করা হচ্ছে।

এর আগে লোকসভা এবং বিধানসভা ভোটে সব দলই সোশ্যাল মিডিয়াকে ব্যবহার করে রাজনৈতিক প্রচার সেরেছিল। কিন্তু গত পঞ্চায়েত ভোটে সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যবহার সেভাবে ছিল না। কিন্তু এখন ভোটে নয়া প্রজন্ম একটা ফ্যাক্টর হয়। তাই সোশ্যাল মিডিয়াকে রাজনৈতিক দলগুলি ব্যবহার করতে মরিয়া হয়ে উঠেছে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

ডাম্পিং গ্রাউন্ডকে ইশ্যু করে ভোটে নামছে বিরোধীরা

এই জমিতেই হওয়ার কথা ডাম্পিং গ্রাউন্ড। ছবি ঃ গৌতম সরকার

কামাখ্যাগুড়ি, ১৬ এপ্রিল ঃ ছিছি অ্যাত্ত জঞ্জাল– বলছেন কামাখ্যাগুড়ি ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দারা। এলাকায় ডাম্পিং গ্রাউন্ড নেই বলে চাপা ক্ষোভ রয়েছে দীর্ঘদিন ধরে। আর সেই ক্ষোভকেই এবার ভোটের প্রচারে কাজে লাগাতে চাইছে সব দল। বিরোধীরা যথারীতি আঙুল তুলেছে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের দিকে। তাদের অভিযোগ, পঞ্চায়েতের তৃণমূল পরিচালিত বোর্ডের সদিচ্ছার অভাবেই এই ময়লা–সমস্যার কোনো সমাধান হয়নি এই এলাকায়। আর শাসকদলের পালটা যুক্তি, এতদিন তো ক্ষমতায় ছিল অন্যরা, তারা তখন ডাম্পিং গ্রাউন্ড নিয়ে কোনো পদক্ষেপ নেয়নি কেন? বরং তৃণমূলই নাকি উদ্যোগী হয়েছে যাতে দ্রুত আবর্জনা সমস্যার একটা সুষ্ঠু সমাধান বের করা যায়, সেজন্য।

তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত কামাখ্যাগুড়ি ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত পাঁচ বছরেও চালু করতে পারেনি ডাম্পিং গ্রাউন্ড–এই ইশ্যুতে প্রচারে নেমে বিরোধীদের দাবি, স্রেফ সদিচ্ছার অভাবেই এই

কামাখ্যাগুড়ি

সমস্যা। এলাকাবাসীরা জানালেন, রাস্তাঘাট থেকে শুরু করে বাজার, গলি–যত্রতত্র পড়ে থাকছে আবর্জনার স্তূপ। নিকাশি নালাগুলো আবর্জনা জমে জমে ভরে থাকছে। তার ফলে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। ছড়াচ্ছে দূষণ। কামাখ্যাগুড়ির মতো বর্ধিষ্ণু এলাকায় ডাম্পিং গ্রাউন্ডের মতো কোনো ব্যবস্থা না থাকায় সমস্যায় পড়তে হচ্ছে এলাকাবাসীকে। তবে বিরোধীদের অভিযোগ মানতে নারাজ শাসকদল। তাদের দাবি, এতদিন পর্যন্ত তো কামাখ্যাগুড়ির ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের শাসনভার ছিল বামেদের হাতে। তারা এ ব্যাপারে কোনো পদক্ষেপই করেনি। ক্ষমতায় আসার পরে গত পাঁচ বছরে ওই এলাকায় তৃণমূল অনেক উন্নয়নের কাজ করেছে বলে দাবি। ডাম্পিং গ্রাউন্ডের জন্য এলাকায় জমি দেখে রাখা হয়েছিল। কিন্তু সেখানে কোনো পরিকাঠামো গড়ে ওঠেনি। তৃণমূলের দাবি, তারা পুনরায় ওই এলাকায় সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের পরিকাঠামো গড়ে তুলতে উদ্যোগ নিয়েছে। কয়েক মাস আগে সেই প্রকল্পের শিলান্যাসও হয়ে গিয়েছে। তবে কিছু নির্মাণের কাজ এখনও বাকি রয়েছে বলে প্রকল্পটি পুরোপুরি শুরু করা যায়নি। খুব শীঘ্রই এলাকায় সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের কাজ শুরু হয়ে যাবে বলে জানিয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের কামাখ্যাগুড়ি ২ নম্বর অঞ্চলের সভাপতি অনিরুদ্ধ বিশ্বাস। তাঁর দাবি, ওই প্রকল্প চালু হয়ে গেলে এলাকার ৪০–৫০ জনের কর্মসংস্থান হবে।

জানা গিয়েছে, আগে এই গ্রাম পঞ্চায়েত বোর্ড সিপিএমের দখলে ছিল। সেই সময় ডাম্পিং গ্রাউন্ড তৈরির জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ কালাপানি এলাকায় ১৬ বিঘার বেশি জমি কেনে। কিন্তু তারপরেও সমস্যার স্থায়ী কোনো সমাধান হয়নি। কামাখ্যাগুড়ির মতো এলাকায় রাস্তায় আবর্জনা ফেলাটা এখন একটা বড়ো সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে জানালেন সিপিএমের কুমারগ্রাম পশ্চিম এরিয়া কমিটির সম্পাদক বীরেন বর্মন। তিনি জানান, সেই সমস্যা দূর করতেই তো বাম বোর্ড জমি কিনে সেখানে রাস্তাঘাট, দেয়াল তৈরি করা সহ পরিকাঠামো উন্নয়নে একাধিক ব্যবস্থাও নিয়েছিল। যদিও তারা কাজ শেষ করে যেতে পারেনি। এদিকে বীরেনবাবুর দাবি, বর্তমান বোর্ড সাধারণ মানুষের সমস্যার কথা বুঝতেই পারেনি। ফলে জমি থাকা সত্ত্বেও গত পাঁচ বছরে সেখানে কোনো ডাম্পিং গ্রাউন্ড তৈরি করতে পারেনি।

এদিকে, কামাখ্যাগুড়ি–২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান হরমোহন রাভা সিপিএমের ওই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে বলেন, 'মানুষের কথা আমরা বুঝতে পেরেছি বলেই ২১ লক্ষ টাকা খরচ করে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প চালু করার প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে। সামান্য অর্থের বিনিময়ে এলাকার বাসিন্দাদের বাড়ি আর দোকানপাট থেকে আবর্জনা সংগ্রহ করে নিয়ে আসা হবে। সেই আবর্জনা থেকে ওই প্রকল্পের মাধ্যমে জৈব সার তৈরি করা হবে। মাস দুয়েকের মধ্যেই সেই প্রকল্প চালু হয়ে যাবে বলে দাবি করেছেন হরমোহনবাবু। তিনি আরও বলেন, বিরোধীরা এই ইশ্যুতে প্রচার চালিয়ে এলাকার মানুষকে ভুল বোঝাতে চাইছে। কিন্তু মানুষ সেই ফাঁদে পা দেবে না বলে দাবি তাঁর।

ভোটে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় পুলিশ ফাঁড়ির দাবি

ময়নাগুড়ি, ১৬ এপ্রিল ঃ শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস ডাক দিয়েছে পঞ্চায়েত বিরোধীশূন্য করার। অন্যদিকে, একের বিরুদ্ধে এক লড়াইয়ের ডাক দিয়েছে বিজেপি–ও। আর এতেই রাজনৈতিক সংঘর্ষের আশঙ্কায় দিন গুনছেন কোচবিহার সীমান্ত লাগোয়া ময়নাগুড়ি ব্লকের গ্রাম সাপ্টিবাড়ি, পদমতি ও চূড়াভাণ্ডার এলাকার বাসিন্দারা। ময়নাগুড়ির মূল প্রশাসনিক এলাকা থেকে অনেকটা দূরে অবস্থিত হওয়ায় এইসব এলাকায় পুলিশ পৌঁছাতে অনেকটা সময় লেগে যায়। তাই ভোটের আগে এলাকায় আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে পুলিশ ফাঁড়ির দাবি জানিয়েছেন এলাকার বাসিন্দারা। ময়নাগুড়ি ব্লকের একেবারে শেষপ্রান্তে অবস্থিত সাপ্টিবাড়ি–১ ও ২, পদমতি–১ ও ২ এবং চূড়াভাণ্ডার গ্রাম পঞ্চায়েত। এই পাঁচটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মোট জনসংখ্যা ৮১ হাজার। ২০১১ সালে রাজ্যে সরকার বদলের পরও এইসব এলাকায় বামেদের প্রভাব ছিল। কিন্তু শাসকদল ক্রমশ এই পঞ্চায়েতগুলিকে নিজেদের কবজায় নিয়ে আসে। বর্তমানে আবার শাসকদলের বিক্ষুব্ধরা বিজেপিতে নাম লেখানোয় বিজেপির সংগঠনও কিছুটা মজবুত হয়েছে। চূড়াভাণ্ডার গ্রাম পঞ্চায়েতের ২০টি আসনের মধ্যে ১৮টি আসন রয়েছে তৃণমূলের দখলে। একটি করে আসন রয়েছে ফরওয়ার্ড ব্লক ও আরএসপির দখলে। সাপ্টিবাড়ি–১ ও ২ গ্রাম পঞ্চায়েতে আসন সংখ্যা যথাক্রমে ১২ ও ১১। এর মধ্যে সবকয়টিই রয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের দখলে। পদমতি–১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৩ টি আসনের মধ্যে একটি রয়েছে বামেদের দখলে, বাকি সবকয়টি তৃণমূলের দখলে। অন্যদিকে, পদমতি–২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ১১টি আসনের ১০টি তৃণমূলের দখলে, বাকি একটি বামেদের দখলে রয়েছে। বিজেপির স্থানীয় নেতারা জানিয়েছেন, তৃণমূল দল ভাঙিয়ে বেশিরভাগ আসন নিজেদের দখলে আনতে পারলেও এখন তাঁদের দলের ভিতও মজবুত। সবকয়টি আসনেই তাঁরা প্রার্থী দিচ্ছেন। ভোটাররা যদি নিজেদের ভোট নিজেরা দিতে পারে, তাহলে সবকয়টি আসনেই বিজেপি জিতবে। কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেস সন্ত্রাস করে তাঁদের বাধা দিতে পারে। কিন্তু তাঁরাও প্রস্তুত রয়েছেন। বিজেপি সন্ত্রাস সৃষ্টি করতে পারে বলে পালটা অভিযোগ এনেছে তৃণমূলও। আর এতেই অশনিসংকেত দেখছেন এলাকার বাসিন্দারা। নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক বেশ কয়েকজন এলাকার বাসিন্দা জানিয়েছেন, ময়নাগুড়ি থেকে দূরে অবস্থিত হওয়ায় এমনি সময়েই এখানে পুলিশ পৌঁছাতে অনেক সময় লেগে যায়। ভোটের সময় পুলিশ তো ব্যস্ত থাকবে, তখন যদি কোনো রাজনৈতিক সংঘর্ষ হয় সেটা থামাবে কে? তাই অবিলম্বে এলাকায় পুলিশ ফাঁড়ি তৈরির দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। যদিও জলপাইগুড়ি পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে, এখন নির্বাচনি বিধিনিষেধ জারি রয়েছে। তাই এখন নতুন ফাঁড়ি তৈরি হয়তো সম্ভব হবে না। তবে ভোটের সময় যাতে যথেষ্ট পুলিশি নিরাপত্তা থাকে, তার ব্যবস্থা করা হবে।